বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
অর্থ বছর ঃ- ২০০৬-২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

প্রথম খন্ড

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
অর্থ বছর ঃ- ২০০৬-২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১-৬
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	১-২
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	৩
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৪
৭.	অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির কারণ	৫
৮.	অডিটের সুপারিশ	৬
৯.	দ্বিতীয় অধ্যায়	৭-৩১

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, পূর্ত অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

.... **বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ**	আহমেদ আতাউল হাকিম কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল অব বাংলাদেশ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষাধীন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন গণপূর্ত অধিদপ্তরের ও রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ২০০৬-২০০৭ সালের হিসাব এবং অন্যান্য রেকর্ডপত্র স্থানীয়ভাবে নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে নিরীক্ষা করা হয়। আর্থিক অনিয়ম চিহ্নিত করণ এবং অনিয়ম রোধকল্পে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা পর্যালোচনাসহ সরকারি সম্পদ/অর্থের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ও অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনয়ন করাই এই নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদনের গুরুতর আর্থিক অনিয়ম, ক্ষয়-ক্ষতি ইত্যাদি এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা এবং এর গুণগত মান বৃদ্ধিতে এই রিপোর্টটি ইতিবাচক অবদান রাখবে বলে আশা করা যায়।

তারিখ ঃ- **৩১-০২-১৪১৬ বঙ্গাব্দ**
১৪-০৬-২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ

(মোঃ মোসলেম উদ্দীন)
মহাপরিচালক
পূর্ত অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত টাকা
১.	কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত আবাসিক এলাকায় বরাদ্দকৃত আবাসিক প্লটকে অ-আবাসিক/ বাণিজ্যিকভাবে হোটেল, মোটেল, গেষ্ট হাউজ হিসাবে ব্যবহারের জন্য কনভার্শন ফি বাবদ সর্বমোট প্লট গ্রহীতাদের নিকট অনাদায়ী।	১,৯৬,২৬,০৪৮
২.	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে দরপত্র বহির্ভূত কাজের মূল্য বাবদ পরিশোধ।	৫৩,৬১,৪১৬
৩.	কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের আর্নেষ্ট মানি এবং পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাবদ আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১,২২,২৫,১৩৯
৪.	বিধি লংঘন, কাজের ড্রইং ডিজাইন সংশোধন ও অনুমোদন ব্যতীত বর্ধিত কাজের মূল্য বাবদ ঠিকাদারকে পরিশোধ।	১৭,৫৮,১৯৭
৫.	প্রধান প্রকৌশলীর আদেশ উপেক্ষা করে জলছাদ মেরামত কাজে অনিয়মিতভাবে ব্যয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	১৬,৯৪,১৩৫
৬.	বালু ভরাট কাজের মেজারমেন্ট গ্রহণের সময় ফাউন্ডেশন কলাম, বীম, ব্রিক সোলিং, কংক্রিট কাজের অংশ বাদ না দেয়ায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৪,৪৭,৯০১
৭.	এক কোটি টাকার উর্দ্ধের প্রাক্কলিত মূল্যের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ ওয়েবসাইটে প্রকাশ না করে এবং ২,৭১,৪১,৬৪৫ টাকা মূল্যের চুক্তি সম্পাদন করে অনিয়মিতভাবে এসটি কাজের মূল্য বাবদ ৫৩,৩৬,৮৪৬ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।	৫৩,৩৬,৮৪৬
৮.	টিইসি সভার সিদ্ধান্তের পর ফ্লুইড দ্বারা নাম ও মূল্য পরিবর্তন করতঃ ২য় সর্বনিম্ন দরদাতাকে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতায় রূপান্তর করে কার্যাদেশ প্রদান – যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।	১৪,৩৮,৩৪১
৯.	নাবিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্যারেড গ্রাউন্ডের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ না করা সত্ত্বেও ব্যয় দেখানো হয়েছে যা আদায়যোগ্য।	৪,১৬,৬৬৬
১০.	বিধি বহির্ভূতভাবে সংশোধিত প্রাক্কলন ও এসটি অনুমোদন করে কার্য সম্পাদন।	১৫,৬৭,৩৫৮
১১.	পিপিআর-২০০৩ লংঘন করে অনিয়মিতভাবে তিনটি কাজে এসটি অনুমোদন করা হয়েছে।	২,৮২,৩৩,১১৭
১২.	আর্থিক ক্ষমতা অর্পন বিধিকে উপেক্ষা করে এসটি অতিরিক্ত অনুমোদন।	৪৮,১০,০২২
১৩.	অনুমোদিত প্রাক্কলনে প্রদর্শিত বালু ভরাট কাজ অপেক্ষা এমবি-তে অতিরিক্ত মেজারমেন্ট প্রদর্শন করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের অতিরিক্ত ব্যয়।	১৪,৫৯,৭৩৫
১৪.	পিপিআর/২০০৩ লংঘন করে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (আরটিএম) ব্যবহারের মাধ্যমে ৪৯,৩৯,৯৫৪ টাকার কার্যাদেশ প্রদান।	৪৯,৩৯,৯৫৪
১৫.	ঠিকাদার কর্তৃক নিম্নমানের ডিফরমড বার কাজে ব্যবহার করা সত্ত্বেও ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে মূল্য পরিশোধ করায় আর্থিক অনিয়ম।	১,১০,৫৫,৩৬৯
১৬.	যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই অতিরিক্ত কাজের (এসটি) মূল্য বাবদ পরিশোধে সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৪১,৯১,৯০০
১৭.	দরপত্র আহবান এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন ছাড়াই কার্য সম্পাদন।	৪৭,০৭,৭৫৪
১৮.	মূল প্রাক্কলন বহির্ভূত কাজ নতুনভাবে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে না করে পিপিআর-০৩ এর বিধি উপেক্ষা করে একাধিক বার সম্পূরক দরপত্রে একই ঠিকাদারের মাধ্যমে সম্পাদন করে চুক্তিমূল্য অপেক্ষা ৫৬.৯৫% বেশী অর্থাৎ বেশী পরিশোধ।	১,১১,৩৭,৮৯১

অনুচ্ছেদ নম্বর	শিরোনাম	জড়িত টাকা
১৯.	পূর্ত কাজের দরপত্রের সাথে ৬(ছয়) টি ভুয়া পে-অর্ডার দাখিল করা হলেও ঠিকাদারগণের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।	২৬,৩০,০০০.০০
২০.	বাজেটের অব্যয়িত বুকিংকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করে অসমন্বিত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে।	৪,৪৭,০২,৯৪২
২১.	ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি জমা নিয়ে চুক্তিপত্র সম্পাদনের জন্য পিপিআর/০৩ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়াসহ নির্দিষ্ট সময়ে Performance Sceurity জমাদানে ব্যর্থতার জন্য Tender Security বাজেয়াপ্ত করে সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ক্ষতি।	১৫,২৫,০০০
২২.	এমএস রড ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাক্কলনে প্রদর্শিত হার অপেক্ষা অতিরিক্ত হার ধরে এম বি তে মেজারমেন্ট নেয়ার ফলে সরকারের অতিরিক্ত ব্যয়।	১৭,৬২,০২০
২৩.	ব্যবসায়ী সমিতি কর্তৃক অনিয়মিতভাবে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ)এর মার্কেট নির্মাণ ও বরাদ্দ প্রদান করায় ভাড়া বাবদ বার্ষিক ক্ষতি।	৬৪,৬৩,৬০৮
২৪.	রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ) মার্কেট নির্মাণ কাজের প্রাক্কলনে ভ্যাট ও আয়কর অর্ন্তভুক্ত করে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা সত্ত্বেও ভ্যাট ও আয়কর বাবদ আদায় এবং জমা করা হয়নি।	৩৯,৮৪,০৪৩
	সর্বমোট জড়িত অর্থ =	**১৮,১৪,৭৫,৪০২**

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর	ঃ ২০০৬-২০০৭
নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ ১। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কিশোরগঞ্জ। ২। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, খুলনা-১। ৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কুড়িগ্রাম। ৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, মেডিকেল কলেজ বিভাগ, ঢাকা। ৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, নওগাঁ। ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, টাঙ্গাইল। ৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, রংপুর। ৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ঠাকুরগাঁও। ৯। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ঢাকা। ১০। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-৩, চট্টগ্রাম। ১১। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, মাগুরা। ১২। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ফরিদপুর। ১৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-২, খুলনা। ১৪। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। ১৫। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, হবিগঞ্জ। ১৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ভোলা। ১৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, বাগেরহাট। ১৮। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার। ১৯। রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ আর্থিক নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা।
নিরীক্ষার সময়	ঃ জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০০৮।
নিরীক্ষা পদ্ধতি	ঃ স্থানীয়ভাবে যাচাই ও বিশ্লেষণ।
অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে যারা ছিলেন	ঃ মোঃ মোসলেম উদ্দীন, মহাপরিচালক। মৃত্যুঞ্জয় সাহা, পরিচালক। মোঃ শাহজাহান, উপ-পরিচালক। ...., অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু

- চুক্তি মূল্য এবং বরাদ্দ অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ।
- বরাদ্দবিহীন খাত থেকে অর্থ পরিশোধ।
- অনিয়মিতভাবে এক খাতের অর্থ অন্য খাতে ব্যয়।
- নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত পিপি উপেক্ষা করা।
- আর্থিক ক্ষমতা, বিধি লংঘন করে বরাদ্দবিহীন ব্যয় করা।
- নির্মাণ ও মেরামত কাজে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের নির্দেশানুযায়ী ভ্যাট, আইটি কর্তন না করে বিল পরিশোধ করা।
- নিয়োগ বিধি অনুসরণ না করা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ

- সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালনে অনীহা।
- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ যথাযথভাবে পরিপালনে অনীহা।
- সরকারি অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা না করার প্রবণতা।
- যথাসময়ে কার্যসম্পাদন না করার প্রবণতা।
- আর্থিক ক্ষমতা বিধি লংঘনের প্রবণতা।
- দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

অডিটের সুপারিশ

- রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থতার জন্য দায় দায়িত্ব নিরুপণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- রাজস্ব আদায় করে তা তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা।
- অনুমোদিত পিপি অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- ঠিকাদারী বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা।
- নির্ধারিত সময়ে কার্যসম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- সরকারি বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ নিশ্চিত করা।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা।
- নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনু"েদঃ- ০১

শিরোনাম ঃ কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত আবাসিক এলাকায় বরাদ্দকৃত আবাসিক প্লটকে অ-আবাসিক/ বাণিজ্যিকভাবে হোটেল, মোটেল, গেষ্ট হাউজ হিসাবে ব্যবহারের জন্য কনভার্শন ফি বাবদ সর্বমোট ১,৯৬,২৬,০৪৮ টাকা প্লট গ্রহীতাদের নিকট অনাদায়ী।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কক্সবাজার কার্যালয়ের ২০০৬-০৭ অর্থ বৎসরের হিসাব ২৫-১২-২০০৭খ্রিঃ হতে ৩-১-২০০৮খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত আবাসিক এলাকায় প্লট বরাদ্দ সংক্রান্ত নথিপত্র, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭-৪-১৯৭৭খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত সংশোধিত Lay out Plan, প্লট বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী, পূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯-৪-২০০০খ্রিঃ তারিখে জারিকৃত আবাসিক হিসাবে বরাদ্দকৃত প্লটকে অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহারের জন্য কনভারশর্ন ফি আদায় সংক্রান্ত নীতিমালা পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাকালে দেখা যায় কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত এলাকায় ১৯৭৯ সাল থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত সময়ে সর্বমোট ২২৪টি আবাসিক প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়। উক্ত প্লটগুলি শুধুমাত্র বাড়ী নির্মাণ করে বসবাসের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয় [পরিশিষ্ট-'ক(১)(২)']।
- ৩৬টি প্লটে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন না নিয়ে আবাসিক হোটেল, মোটেল, রেষ্টুরেন্ট, রেষ্টহাউজ ও অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। পূর্ত মন্ত্রণালয়ের পত্র নং-৩৫৯ তারিখ-১৯-৪-২০০০খ্রিঃ এর ক্রমিক নং-৭.৬ মোতাবেক আবাসিক প্লটকে বাণিজ্যিক প্লট হিসাবে ব্যবহারের ক্ষেত্রে জমির মূল্যের ২৫% হারে কনভারশন ফি প্রদান করতে হবে। কক্সবাজারের উক্ত আবাসিক এলাকায় সরকারিভাবে প্রতি শতকে দর ১,৮৫,০০০ টাকা। যা কাঠা হিসেবে ৩,০৫,২৫০ টাকা। এ হিসেবে ৩৬ জন প্লট গ্রহীতার নিকট হতে জমির মূল্যের ২৫% হারে কনভারশন ফি বাবদ সর্বমোট ১,৯৬,২৬,০৪৮ টাকা আদায়যোগ্য (পরিশিষ্ট-ক-১)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত আবাসিক এলাকায় কিছু ভবন হোটেল/গেষ্ট হাউজ হিসাবে জারীকৃত আদেশ অনুযায়ী আবাসিক এলাকায় কনভারশন ফি দিয়ে অ-আবাসিক ব্যবহারের অনুমতি দেয়ার কথা উল্লেখ আছে। ২৪-৩-২০০৫খ্রিঃ তারিখের সভার সিদ্ধান্তসহ অভিমত পূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ প্লট বরাদ্দ কমিটির ২৪-৩-২০০৫খ্রিঃ তারিখের সভায় গণপূর্ত নির্বাহী প্রকৌশলীর উপস্থাপিত প্রতিবেদন মোতাবেক ৩৬ জন বরাদ্দ প্রাপক আবাসিক প্লটকে হোটেল, মোটেল ও গেষ্ট হাউজ হিসেবে ব্যবহার করছেন বলে উল্লেখ আছে। নিরীক্ষাদল কর্তৃক বাস্তব পরিদর্শনকালেও এর সত্যতা পাওয়া গেছে।
- উক্ত অনিয়মের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৯-৩-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৯-৪-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২২-৫-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- পূর্ত মন্ত্রণালয়ের আদেশ অনুযায়ী আবাসিক প্লটকে অ-আবাসিক/বাণিজ্যিক হিসেবে ব্যবহারের জন্য কনভারশন ফি আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ০২

শিরোনাম ঃ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে দরপত্র বহির্ভূত কাজের মূল্য বাবদ ৫৩,৬১,৪১৬ টাকা পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কিশোরগঞ্জ কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৭ সালের হিসাব ৯-১-২০০৮ খ্রিঃ হতে ১৬-১-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে প্রাক্কলন, দরপত্র, বিল ভাউচার এবং অন্যান্য প্রাসংগিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায়, চালু শিশু সদনসমূহকে শিশু পরিবারে রূপান্তরকরণ প্রকল্পের আওতায় কিশোরগঞ্জে একটি ৫ম তলা বিশিষ্ট ডরমেটরী ভবন নির্মাণ কাজ ১,০৩,৮৯,২১৭ টাকা গৃহীত মূল্যে ঠিকাদার মেসার্স আবদুল আলীম খানকে দেয়া হয়। উক্ত গৃহীত টাকার বিপরীতে ঠিকাদারকে ১,৪৯,৬৫,৪৫৮ টাকা পরিশোধ করায় (১,৪৯,৬৫,৪৫৮-১,০৩,৮৯,২১৭)= ৪৫,৭৬,২৪১ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়।
- উক্ত প্রকল্পের আওতায় ডরমেটরী ভবনের (৫ম তলা বিশিষ্ট) অভ্যন্তরীণ পয়ঃ প্রণালী ও পানি সরবরাহ কাজটি ৮,১৮,০৫৩ টাকা গৃহীত মূল্যে ঠিকাদার মেসার্স এ কারার এন্ড কোং কে দেয়া হয়। উক্ত গৃহীত টাকার বিপরীতে ঠিকাদারকে ১৬,০৩,২২৮ টাকা পরিশোধ করায় (১৬,০৩,২২৮-৮,১৮,০৫৩) =৭,৮৫,১৭৫ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়
- কাজ দু'টিতে মোট (৪৫,৭৬,২৪১+৭,৮৫,১৭৫)= ৫৩,৬১,৪১৬ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হলেও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়া হয়নি।
- প্রধান প্রকৌশলীর স্মারক নং-১-এম-৩৮/৮০(১৫০) আর তারিখ-১২-৩-৮৫ এর অনুচ্ছেদ ১.০৫ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি [পরিশিষ্ট -খ (১)-খ(৪)]।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- প্রকল্পের স্বার্থে অতিরিক্ত কাজ করানো হয়েছিল। পরবর্তীতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। প্রধান প্রকৌশলীর উল্লিখিত স্মারক মোতাবেক উক্ত প্রকল্পে সাকূল্য কাজের বরাদ্দের ৫% এর অধিক এসটি/অতিরিক্ত কাজের অনুমোদন দিতে পারেন না। অনুমোদিত পিপি তে দেখা যায় উক্ত প্রকল্পের সাকূল্য কাজের জন্য ২,৭৯,৩৬,০০০ টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং এর মধ্যে এসটি/অতিরিক্ত কাজের জন্য ৫৩,৬১,৪১৬ টাকার অনুমোদন/ ব্যয় করা হয়েছে, যা শতকরা ১৯.১৯। এ ক্ষেত্রে এসটি/অতিরিক্ত কাজের অনুমোদন যুক্তিযুক্ত নহে।
- উক্ত অনিয়মের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৮-২-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১-৪-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৪-৫-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ সহ অনিয়মিতভাবে পরিশোধিত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ০৩

শিরোনাম ঃ **কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের আর্নেষ্ট মানি এবং পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাবদ ১,২২,২৫,১৩৯ টাকা আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ খুলনা-১, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ কুড়িগ্রাম, নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত মেডিকেল কলেজ বিভাগ ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৬-২০০৭ সালের হিসাব ১৯-৮-২০০৭খ্রিঃ হতে ২৩-১২-২০০৭খ্রিঃ এর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে নির্বাহী প্রকৌশলী, কুড়িগ্রাম এর আওতাধীন জেলা সদরে অবস্থিত পুলিশ লাইনের ৬০০ বর্গফুট ষ্টাফ কোয়ার্টার সিভিল নির্মাণ কাজের নথি, কার্যাদেশ এবং কার্যাদেশ বাতিল সংক্রান্ত পত্রাদি ও অন্যান্য প্রাসংগিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৩য় শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য ষ্টাফ কোয়ার্টার, ঢাকা ইন্টার্ণী ডক্টরস হোষ্টেল ভবন এবং ছাত্রী হোষ্টেল ভবন নির্মাণ কাজের অনুমোদিত প্রাক্কলন, পরিশোধিত বিল ভাউচার, কার্যাদেশ ইত্যাদি পর্যালোচনা করা হয়।
- খুলনা মেডিকেল কলেজের আইসিইউ এবং ক্যাজুয়ালিটি বিভাগ এর নির্মাণ কাজের নথি পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ ঠিকাদারের আর্নেষ্টমানি এবং পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত করা হয়নি। এতে সরকারের ১,২২,২৫,১৩৯ টাকা ক্ষতি হয়েছে, যা পিপিআর-২০০৩ এর ৩৬ (২) এর পরিপন্থী [পরিশিষ্ট-গ (১)-গ (৪)]।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ব্যর্থ ঠিকাদারের টেন্ডার সিকিউরিটি দরপত্রের শর্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জবাব স্বীকৃতিমূলক। কারণ ঠিকাদার পারফরমেন্স সিকিউরিটি জমা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় দরপত্রের শর্ত মোতাবেক টেন্ডার সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তবে জমাকৃত পোষ্টাল অর্ডার সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে যথাক্রমে ২০-৩-২০০৮খ্রিঃ, ১০-০৪-২০০৮খ্রিঃ ও ২৫-১১-০৭খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৮-৬-২০০৮খ্রিঃ, ১৪-৫-২০০৮খ্রিঃ ও ১৬-১-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৬-৬-২০০৮খ্রিঃ, ৪-৬-২০০৮খ্রিঃ ও ১৭-৩-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক জড়িত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুেচ্ছদঃ- ০৪

শিরোনাম ঃ **বিধি লংঘন, কাজের ড্রইং ডিজাইন সংশোধন ও অনুমোদন ব্যতীত বর্ধিত কাজের মূল্য বাবদ ঠিকাদারকে ১৭,৫৮,১৯৭ টাকা পরিশোধ।**

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, নওগাঁ অফিসের ২০০৬-০৭ সালের হিসাব ২-৯-২০০৭খ্রিঃ হতে ১১-৯-২০০৪খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় ঠিকাদার মোঃ আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক সম্পাদিত রানীনগর থানা কাম ব্যারাক নির্মাণ কাজের দরপত্র, সংশোধিত প্রাক্কলন, ড্রইং ডিজাইন বিল ভাউচার পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ ছাড়াই সংশোধিত ডিজাইনে বর্ধিত কাজ করা হয়। যা প্রাক্কলিত মূল্য ৩০,০৪,০০৭ টাকা অপেক্ষা ১৭,৫৮,১৯৭ টাকা বেশি অর্থাৎ মোট ৪৭,৬২,২০৪ টাকা সংশোধিত মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-ঘ)।
- সিপিডব্লিউডি কোডের ৮১ এবং ৮৩নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক অনুমোদিত ড্রইং ডিজাইনের ভিত্তিতে এমনভাবে প্রাক্কলন প্রস্তুত করতে হবে যাতে করে ননটেন্ডার/ সাপ্লেমেন্টারী আইটেমের প্রয়োজন না হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে মূল ড্রইং ডিজাইন সংশোধন করা হলেও অনুমোদন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নথিপত্র পর্যালেচনা করে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব অন্তবর্তীকালীন। সিপিডব্লিউডি এর বিধান অনুযায়ী বর্ণিত কাজের সংশোধিত প্রাক্কলন, ড্রইং ও ডিজাইন অনুমোদন ব্যতীত বিল পরিশোধ করার বিধান নেই।
- উক্ত অনিয়মের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১০-৪-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৫-৫-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০৪-৬-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক উক্ত ক্ষতির টাকা সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনু”েছদঃ- ০৫

শিরোনাম ঃ প্রধান প্রকৌশলীর আদেশ উপেক্ষা করে জলছাদ মেরামত কাজে ১৬,৯৪,১৩৫ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, কুড়িগ্রাম অফিসের ২০০5-০৭ সালের হিসাব ১২-১২-২০০৭খ্রিঃ হতে ২৩-১২-২০০৭খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে বিল ভাউচার, প্রাক্কলন, কার্যাদেশ পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, জলছাদ মেরামত কাজে অনিয়মিতভাবে ১৬,৯৪,১৩৫ টাকা ব্যয় করা হয়েছে (পরিশিষ্ট "ঙ"১-৩ দ্রষ্টব্য)।

- প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর এর স্মারক নং-১৩৭৩-সশা-১, তারিখঃ ২২-০৮-৯৩ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ -৮ মোতাবেক সরকারি ভবনাদির জলছাদ মেরামতের কাজ বিশেষ মেরামত কাজ হিসেবে গণ্য করতে হবে। এ কাজের প্রাক্কলনে জোনের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী এর নিকট হতে প্রশাসনিক অনুমোদন নিতে হবে। এক্ষেত্রে প্রধান প্রকৌশলীর উক্ত আদেশ পরিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নথিপত্র পর্যালোচনা স্বাপেক্ষে পরবর্তীতে চূড়ান্ত জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক জবাব প্রত্যাশিত বিবেচিত হয়নি।
- যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করে সরকারের আর্থিক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ করে ১০-৪-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৪-৫-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৪-৬-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিতে জড়িত সমুদয় অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ০৬

শিরোনাম ঃ বালু ভরাট কাজের মেজারমেন্ট গ্রহণের সময় ফাউন্ডেশন কলাম, বীম, ব্রিক সোলিং, কংক্রিট কাজের অংশ বাদ না দেয়ায় সরকারের ৪,৪৭,৯০১ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, টাংগাইল কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৭ সময়ের হিসাব ৪-৯-২০০৭খ্রিঃ হতে ১২-৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়েছে।
- কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ কাজের চূড়ান্ত বিল ভাউচার, এমবি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায়, দালানের ভিতর এলাকায় ১১′-১০″ উচ্চতায় বালুভরাট করা হয়েছে।
- বালু ভরাট কাজের মেজারমেন্ট গ্রহণের সময় আরসিসি ফাউন্ডেশন বীম, কলাম, ব্রিক সোলিং, মাস কংক্রিট ইত্যাদির অংশ বাদ দিয়ে মেজারমেন্ট গ্রহণ না করায় সরকারের ৪,৪৭,৯০১ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে (পরিশিষ্ট “চ” দ্রষ্টব্য)।
- প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ভরাট অংশে যে সব কাজ করা হবে তার আয়তন বাদ দিতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বালি ভরাটের কাজে বর্ণিত আরসিসি দফা বাদ না দিয়ে একই কাজের মাটি ভরাটের দফা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক জবাব নিরীক্ষায় গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বালুভরাট ও সাইট উন্নয়ন এর কাজ করা হয়েছে। এমবি নং-১৯১২ এর পৃষ্ঠা নং-১২৭ এ বিল্ডিং সহ সমস্ত আয়তনে ১৩.৭৭ ফুট উচ্চতায় সাইট উন্নয়নের মেজারমেন্ট নিয়ে তা থেকে বিল্ডিং আয়তন (১৯৬×১৪৬) বাদ দেয়া হয়েছে। অপর দিকে এমবি নং-১৭৫২ এর পৃষ্ঠা নং-২৮ এ সাইট উন্নয়ন থেকে বাদ দেয়া পুরো বিল্ডিং এরিয়ার (১৯৫.৭৫’×১৪৬.৩৩) ১১′-১০″ উচ্চতায় বালুভরাট দেখানো হয়েছে। বালুভরাট এলাকায় যেহেতু বর্ণিত আরসিসি কাজ করা হয়েছে সেহেতু বালু ভরাটের মেজারমেন্ট হতে তা বাদ দেয়া আবশ্যক ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৭-১-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১২-৩-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০২-৪-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বালু ভরাট কাজে অতিরিক্ত মেজারমেন্ট জনিত ক্ষতির অর্থ ঠিকাদার/দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০৭

শিরোনাম ঃ এক কোটি টাকার উর্দ্ধের প্রাক্কলিত মূল্যের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ না করে এবং ২,৭১,৪১,৬৪৫ টাকা মূল্যের চুক্তি সম্পাদন করে অনিয়মিতভাবে এস টি কাজের মূল্য বাবদ ৫৩,৩৬,৮৪৬ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ঠাকুরগাঁও কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৭ সালের হিসাব ২১-১১-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২৯-১১-২০০৮খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- ০৭টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ঠাকুরগাঁও কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ফাংশনাল বিল্ডিং সহ ওয়ার্কসপ নির্মাণ কাজ দরপত্র/চুক্তি মূল্য ২,৭১,৪১,৬৪৫.৫২ টাকায় এ এইচ গজনবী এন্ড কোং লিঃ কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
- ঠিকাদারকে ১৫তম চলতি বিল পর্যন্ত ২,৮৮,৩৩,৩৩০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- ১৬তম চলতি ও চূড়ান্ত বিলের বিপরীতে হস্তরশিদ (এইচ আর) এর মাধ্যমে ৩৬,৪৫,১৬১ টাকা পরিশোধসহ ঠিকাদারকে মোট ৩,২৪,৭৮,৪৯১ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। কাজের ১৬তম চলতি ও চূড়ান্ত বিল, এম বি নং-৮৭১, কাজের পিপি/পিসিপি, অনুমোদিত প্রাক্কলন সরবরাহ করা হয়নি।
- পি পি আর-২০০৩ অনুযায়ী এক কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব মূল্যমানের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সিপিটিইউ-তে পাঠাতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা পরিপালিত হয়নি।
- পিপিআর ২০০৩ এর পরিশিষ্ট ১৮ অনুচ্ছেদ মোতাবেক অতিরিক্ত/বর্ধিত কাজের পরিমাণ ২০ কোটি বা চুক্তি মূল্যের ১৫% এর মধ্যে যেটি কম হবে তার বেশী হতে পারবে না। এক্ষেত্রে ১৯.৭৫% বেশী করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-ছ)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে বিস্তারিত জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব অর্ন্তবর্তীকালীন এবং এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কোটি টাকার উর্দ্ধের মূল্যমানের টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সিপিটিইউ ওয়েব সাইটে দেয়া হয়নি। তাছাড়া সম্পাদিত চুক্তির অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করে সরকারের আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে।
- এতে আর্থিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়েছে।
- উক্ত ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৩-৪-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৫-৫-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৬-৬-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ-৮

শিরোনাম ঃ টিইসি সভার সিদ্ধান্তের পর ফ্লুইড দ্বারা নাম ও মূল্য পরিবর্তন করতঃ ২য় সর্বনিম্ন দরদাতাকে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতায় রূপান্তর করে ১৪,৩৮,৩৪১ টাকার কার্যাদেশ প্রদান–যা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ঝিনাইদহ কার্যালয়ের ২০০৪-০৭ সালের হিসাব ৩-১২-২০০৭খ্রিঃ হতে ১১-১২-২০০৭খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। পরিশিষ্ট-"জ" তে বর্ণিত কাজের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, ওপেনিং মেমো, ঠিকাদারের উদ্ধৃত মূল্য, অনুমোদিত প্রাক্কলনের ভিত্তিতে কয়েকটি আইটেমে কাজের পরিমাণ কমে যাওয়ায় সংশোধিত দরপত্র মূল্য সম্বলিত তুলনামুলক বিবরণী, দরপত্র মুল্যায়ন কমিটির সভার কার্য বিবরণীসহ সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র, চুক্তিপত্র ও কার্যাদেশ পর্যালোচনা করা হয়।
- টিইসি সভার কার্যবিবরণীর ক্রমিক নং -৮ এর বর্ণনা মোতাবেক মেসার্স আবু বকর ট্রেডার্স ১ম সর্বনিম্ন সফল দরপত্র দাতা এবং তার উদ্ধৃত দরপত্র মূল্য ১৪,৩৮,৩৪১ টাকা (সংশোধিত)। ২য় সর্বনিম্ন দরপত্র দাতা মেসার্স করোতোয়া এন্টার প্রাইজ। তাঁর উদ্ধৃত দরপত্র মূল্য ১৪,৩৮,৫৩০.৬৯ টাকা (সংশোধিত)। সে অনুযায়ী মেসার্স আবু বকর ট্রেডার্সকে ঠিকাদার নির্বাচন করার কথা থাকলেও পরবর্তীতে বিভাগীয় অফিস কর্তৃক র‍্যাংকিং অব টেন্ডারস সীটে ফ্লুইড দিয়ে মুছে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতার উদ্ধৃত মূল্যের শতকের ঘরের ৩ এর স্থলে ৫ লিখে ২য় করা হয়েছে এবং ২য় সর্বনিম্ন দরদাতার একক, দশক ও শতকের ঘরের অংকগুলি মুছে ৩৪১ করে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা করা হয়েছে। যে সকল ক্ষেত্রে মেসার্স আবু বকর ট্রেডার্স লেখা ছিল সেক্ষেত্রে ফ্লুইড দিয়ে মুছে মেসার্স করোতোয়া এন্টারপ্রাইজ হাতে লেখা হয়েছে। শুধুমাত্র সভায় কার্য বিবরণীর ক্রমিক নং -৮ এ ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা হিসাবে মেসার্স আবু বকর ট্রেডার্স এর নাম বিদ্যমান রয়েছে।
- পিপিআর/২০০৩ এর প্রবিধানমালা ৩১ (১৩) অনুযায়ী সর্বনিম্ন দরপত্রের দর প্রদানকারীই সফল দরপত্র দাতা হিসেবে গণ্য ঠিকাদার নির্বাচিত হবেন। কিন্তু বিভাগীয় অফিস কর্তৃক ফ্লুইড লাগিয়ে মূল্য ও নাম পরিবর্তন করে ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়েছে। যা গুরুতর অনিয়ম।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ঠিকাদারের ঘষামাজার স্থানে সঠিক হিসাবে স্বাক্ষর প্রদানপূর্বক ঠিকাদার কর্তৃক সহি স্বাক্ষর করা হয়েছে। তাছাড়া তুলনামূলক বিবরণী অনুযায়ী সর্বনিম্ন দরদাতাকেই কাজ দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- জবাব সঠিক নয়। কারণ ঠিকাদার কর্তৃক ঘষামাজা করা হয়নি এবং সহি স্বাক্ষরও করা হয়নি এবং তা করার প্রয়োজনও নেই। তুলনামূলক বিবরণী অনুযায়ী কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদার প্রকৃতই ২য় সর্বনিম্ন দরদাতা। তাছাড়া, টিইসি ও সংগ্রাহক সত্ত্বার বাইরের সদস্য সংখ্যা ছিল ১ (এক) জন এবং প্রতিযোগীদের সহিত ব্যবসায়িক বা অন্য কোন সম্পর্ক ছিল না মর্মে ঘোষণা পত্রে নির্বাহী প্রকৌশলী ছাড়া অন্য কারও স্বাক্ষর ছিলনা, যা পিপিআর/০৩ এর প্রবিধানমালা ৩১ (২) এবং (৩) (বি) এর পরিপন্থী। এতে প্রমাণিত হয় যে, ঠিকাদারদের সহিত সমঝোতা করেই টেন্ডারে গুরুতর অনিয়ম করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ করে ১-৪-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৬-০৫-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৪-৬-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন মন্তব্য/জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- টেন্ডারে গুরুতর অনিয়ম করে ২য় সর্বনিম্ন দরদাতাকে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতার রূপান্তর করতঃ ঠিকাদার নির্বাচন ও কার্যাদেশ প্রদানের জন্য বিভাগীয় অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ দায়ী। তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

অনু"েদঃ- ৯

শিরোনাম ঃ নাবিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্যারেড গ্রাউন্ডের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ না করা সত্ত্বেও ৪,১৬,৬৬৬ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে যা আদায়যোগ্য।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-৩, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ২০০৪-০৫, ২০০৫-০৬, ২০০৬-০৭ অর্থ বৎসরসমূহের হিসাব ৬-১১-২০০৭খ্রিঃ হতে ১৮-১১-২০০৭খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে চট্টগ্রাম "নাবিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উন্নয়ন ও নাবিক নিবাস সংস্কার করণ (২য় সংশোধন)" প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়। সেই সাথে প্রকল্পের পিপি ও কাজের মূল্যায়ন প্রতিবেদনও পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় উক্ত প্রকল্পের পিপি অনুযায়ী নাবিকদের প্যারেড গ্রাউন্ডের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করার কথা।
- যদিও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মূল্যায়ন প্রতিবেদনে উক্ত সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে এবং চূড়ান্ত ভাউচার নং-৬৭ তারিখঃ-১৫-৬-২০০৬খ্রিঃ মাধ্যমে ৪,১৬,৬৬৬ টাকা ব্যয় করা হয়েছে কিন্তু প্রকল্পের বাস্তব পরিদর্শনে দেখা যায় নাবিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্যারেড গ্রাউন্ডের সীমানায় কোন প্রাচীর নির্মাণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- আপত্তির জবাব অন্তবর্তীকালীন বিধায় আপত্তিটি সঠিক প্রতীয়মান হয়।
- কাজ না করে বিল প্রদান একটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।
- উক্ত অনিয়মের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৫-২-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০১-৪-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৪-৫-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ১০

শিরোনাম ঃ বিধি বহির্ভূতভাবে সংশোধিত প্রাক্কলন ও এসটি অনুমোদন করে ১৫,৬৭,৩৫৮ টাকার কার্য সম্পাদন।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, মাগুরা কার্যালয়ের ২০০৪-০৭ সালের হিসাব ১০-১-২০০৮খ্রিঃ হতে ২০-১-২০০৮খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে পরিশিষ্ট "ঝ"তে বর্ণিত কাজের প্রাক্কলন, চুক্তিপত্র, কার্যাদেশ, সংশোধিত প্রাক্কলন, এমবি এবং চূড়ান্ত বিলের ভাউচারসহ যাবতীয় কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, পিপি অনুযায়ী উপখাতঃ বৈদ্যুতিক এলটি, ওভারহেড লাইন ও ট্রান্সফরমার সরবরাহ ও স্থাপন কাজের দরপত্র আহ্বান করে ঠিকাদার নির্বাচন করতঃ কার্যাদেশ দেয়া হয়। পরে ৫ মাস অতিক্রান্ত হলে তার সংগে পৃথক অঙ্গের কাজের জন্য পৃথক দরপত্র আহ্বান না করে এসটি হিসাবে প্রাক্কলন সংশোধন করা হয়। ঐ কাজের মূল্য ছিল প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ৫% নিম্নদরে ১৪,৭৮,৭২৭ টাকা, যা ছিল গৃহীত মূল্যের ১৯৮.৫১% বেশী। কিন্তু একই কর্মকর্তা এই সংশোধিত প্রাক্কলনটি অনুমোদন করেন। তাছাড়া অনিয়মিতভাবে অনুমোদিত এসটি কাজের মূল্যের চেয়ে ৮৮,৬৩০ টাকা বেশী কাজ করা দেখালেও পুনরায় অনুমোদন নেয়নি। মন্ত্রপরিষদের জারীকৃত পত্রে এরূপ অতিরিক্ত কাজ পৃথক দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে যাচাই করার বিধান থাকলেও তা করা হয়নি। এসব কারণে এসটি হিসাবে পরিশোধিত ১৫,৬৭,৩৫৮.০০ টাকা সম্পূর্ণ অনিয়মিত।
- মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখা কর্তৃক জারীকৃত পত্রের স্মারক নং-মপবি/শা ক্রঃআ/ক্রয়-৭/২০০৩-১৪৬ তারিখঃ-২৪-৬-২০০৩খ্রিঃ মোতাবেক ভেরিয়েশন অর্ডারের মূল্য প্রতিযোগিতামূলক কিনা তা দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে যাচাই করে অতিরিক্ত কাজ করানোর নির্দেশনা থাকলেও এক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয়নি।
- সিপিডব্লিউ এ কোডের ৬৫ ও ৭১ নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক কাজ বৃদ্ধির পরিমাণ অর্থাৎ সংশোধিত প্রাক্কলিত মূল্য মূল প্রাক্কলনের ১০% বেশী হলে তা একধাপ উপরের কর্মকর্তা কর্তৃক অনুমোদন নেয়ার কথা থাকলেও তা নেয়া হয়নি।
- একই কোডের ৮৯ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক প্রাক্কলন অনুমোদনের পূর্বেই দরপত্র আহবান করা যাবে না। কিন্তু এক্ষেত্রে ৫ মাস পূর্বেই দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
- অনিয়মিতভাবে অনুমোদিত এসটি এর চেয়ে ৮৮,৬৩১ টাকা বেশী কাজ এসটি হিসাব করানো হলেও তার পুনঃ অনুমোদন নেয়া হয়নি এবং এসটি অনুমোদন পত্রে SAE, SDE (EXM) XEN কর্তৃক ১০০% কাজের গুণগতমান ও পরিমাণ পরীক্ষা করার কথা থাকলেও শুধুমাত্র SDE (E/M) কর্তৃক ৬৩% পরীক্ষা করা হয়েছে এবং আদেশ লংঘন করে চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- দরপত্র আহ্বান, এস টি অনুমোদন ও অতিরিক্ত কাজের অনুমোদন গ্রহণ পূর্বক চূড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা যায় না। কারণ আপত্তির সহিত জবাব সংগতিপূর্ণ নহে।
- এই অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ করে ০১-৪-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৫-৫-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৬-৬-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিধি ও আদেশ লংঘন করে সরকারি অর্থ ব্যয়ের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনু"েদ নং-১১

শিরোনাম ঃ পিপিআর-২০০৩ লংঘন করে অনিয়মিতভাবে তিনটি কাজে ২,৮২,৩৩,১১৭ টাকা এসটি অনুমোদন করা হয়েছে।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ফরিদপুর কার্যালয়ের ২০০৬-২০০৭ আর্থিক সালের হিসাব ০২-১১-২০০৭খ্রিঃ হতে ১৩-১১-২০০৮খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ফরিদপুর কালেকটরেট ভবন নির্মাণ কাজে তিনটি গ্রুপ করে তিনজন ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। পিপিআর-২০০৩ এর ধারা ১৮(১) এর 'বি' হতে 'ই' মোতাবেক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কোন কাজে সর্বোচ্চ ১ বার এবং চুক্তি মূল্যের সর্বোচ্চ ১৫% সম্পূরক দর অনুমোদন করা যেতে পারে।
- কিন্তু এক্ষেত্রে দেখা যায় পরিশিষ্ট- "ঞ"তে বর্ণিত তিনটি কাজে পিপিআর-২০০৩ এর নির্দেশ লংঘন করে একাধিক বার চুক্তি মূল্যের চেয়ে ১৭% হতে ৪৫.১৬% অতিরিক্ত সম্পূরক দরপত্র অনুমোদন করতঃ তিনটি গ্রুপে অনিয়মিতভাবে ২,৮২,৩৩,১১৭ টাকা মূল্য বৃদ্ধি করা হয় (পরিশিষ্ট 'ঞ' দ্রষ্টব্য)।
- এক্ষেত্রে পিপিআর/২০০৩ এর প্রবিধানমালা ১৮(১) এর 'বি' হতে 'ই' এর নির্দেশ লংঘন করা হয়েছে এবং আর্থিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- সংশ্লিষ্ট কাজের দরপত্র আহ্বান পিপিআর-২০০৩ কার্যকারিতার পূর্বে করা হয়েছে বিধায় প্রকৃত কর্মকান্ডের প্রয়োজন বিবেচনা করে এসটি অনুমোদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কাজটি পিপিআর-২০০৩ জারীর পর বাস্তবায়ন করা হয়েছে। তাছাড়া কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে ১৪-১-২০০৪খ্রিঃ তারিখে। যা পিপিআর-২০০৩ জারীর পরে। বার বার সম্পূরক দরপত্র অনুমোদন করলে মূল দরপত্রের অস্তিত্ব থাকে না। তাছাড়া সম্পূরক দরপত্রের মূল্য দরপত্র মূল্যের চেয়ে ১৭% হতে ৪৫.১৬% বেশী। তাছাড়া পিপিআর জারীর পর সকল কাজের ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৩ অনুসরণীয়।
- উক্ত অনিয়মের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৫-০১-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০-২-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ১৭-০৩-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অযৌক্তিক ও অনিয়মিতভাবে সম্পূরক দরপত্র অনুমোদনের মাধ্যমে কাজের মূল্য বৃদ্ধি ও ঠিকাদারকে সুযোগ প্রদানের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

অনু"েদ নং-১২

শিরোনাম ঃ আর্থিক ক্ষমতা অর্পন বিধিকে উপেক্ষা করে ৪৮,১০,০২২ টাকার এসটি অতিরিক্ত অনুমোদন।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ-২, খুলনা কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৭ আর্থিক সালের হিসাব ১৬-১১-২০০৭খ্রিঃ হতে ২৬-১১-২০০৮খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- টেন্ডার নং ১০(সি)/১৯৯৮-৯৯ এর মাধ্যমে খুলনা পুলিশ হাসপাতাল আধুনিকীকরণ উপখাত অর্থপেডিক ও ক্যাজুয়ালিটি ওয়ার্ড নির্মাণের এর জন্য ৮৯,৬০,৩৪২ টাকার প্রাক্কলিত মূল্যের ৫% নিম্ন দরে ৮৫,১৭,০৭৫ টাকায় ঠিকাদারের সাথে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয় (পরিশিষ্ট-'ট' দ্রষ্টব্য)।
- চূড়ান্ত বিলে ঠিকাদারকে ১,৩৬,৬৭,০৪৭ টাকা পরিশোধ করা হয়। উক্ত টাকার মধ্যে এসটি এর মূল্য ছিল ৬৪,১০,০২২ টাকা। উক্ত কাজের পিপি তে মোট ২৮০.০০ লক্ষ টাকা সংশোধিত হিসেবে ৩২০.০০ লক্ষ টাকা রয়েছে। কিন্তু আর্থিক বিধি অনুযায়ী স্কীমের সকল অংগসমূহের এসটি মোট মূল্যের ৫% বেশী হতে পারবে না।
- স্কীমের সকল অংগের মোট মূল্য ৩২০.০০ লক্ষ টাকার ৫% হিসেবে ১৬ লক্ষ টাকা এসটি হিসেবে অনুমোদনযোগ্য হলেও ৬৪,১০,০২২ টাকা এসটি হিসেবে অনুমোদন করে আর্থিক বিধি লংঘন করা হয়েছে।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে পূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত স্মারক নং-এস-৪/৪ এম-২/৮৩/৫৪২/৩(১) তারিখঃ-২১-৬-১৯৮৩ এর নোট অনুযায়ী স্কীমের ৫% বেশী এস টি অতিক্রম করতে পারবে না।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আর্থিক ক্ষমতা সংক্রান্ত পরিপত্রের ১.০৪ ক্রমিকে অতিরিক্ত ও সম্পূরক দরপত্রে (এসটি) পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। কাজের গতি ত্বরান্বিত করার স্বার্থে এবং সরকারের আর্থিক সাশ্রয়ের লক্ষ্যে বর্ধিত কাজ অতিঃ প্রধান প্রকৌশলীর অনুমোদনক্রমে করানো হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ১.০৪ ক্রমিকে বর্ণিত এস টি ১.০৫ এ নির্ধারিত সীমার ৫% বেশী হওয়ায় সুযোগ নেই। এই ক্ষেত্রে ক্ষমতা বহির্ভূত অতিরিক্ত এসটি অনুমোদন করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ৩০-৪-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৮-৬-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৬-৬-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অধ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের দায়-দায়িত্ব নিরুপণ করে অতিরিক্ত প্রদত্ত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনু”েদঃ-১৩

শিরোনাম ঃ **অনুমোদিত প্রাক্কলনে প্রদর্শিত বালু ভরাট কাজ অপেক্ষা এমবি-তে অতিরিক্ত মেজারমেন্ট প্রদর্শন করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ১৪,৫৯,৭৩৫ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।**

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, জয়পুরহাট কার্যালয়ের ২০০৬-২০০৭ অর্থ বৎসরের হিসাবের উপর ১০-১২-০৭খ্রিঃ হতে ১৮-১২-০৭খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে আর্থিক নিরীক্ষা করা হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বহি, বিল ভাউচার, এমবি, অনুমোদিত প্রাক্কলন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায় জয়পুরহাট জেলা শিল্পকলা একাডেমী ভবন নির্মাণ কাজের অনুমোদিত প্রাক্কলনে আইটেম নং -৫ (এ) তে ফাউন্ডেশন ট্রেন্স এ বালু ভরাট (এফ, এম'৮০) কাজের পরিমাণ ৫৭৭:৯৫ ঘনমিটার উল্লেখ থাকলেও এমবিতে ৩৪৯৭.৪২ ঘনমিটার মেজারমেন্ট নিয়ে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
- ফলে বালুভরাট কাজে সরকারের ১৪,৫৯,৭৩৫ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট “ঠ’)
- জিএফআর প্যারা-১০ এর নির্দেশানুযায়ী সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আর্থিক মানদন্ড অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের বিষয়টি যাচাই করা হবে এবং যাচাইয়ান্তে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক জবাবে নিরীক্ষাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রাক্কলনে প্রদর্শিত কাজ অপেক্ষা এমবি-তে অতিরিক্ত মেজারমেন্ট দেখিয়ে বিল পরিশোধের পূর্বে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নথি পত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় অতিরিক্ত কাজের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কোন অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১৯-৩-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩০-৪-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৪-৬-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে তা আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ-১৪

শিরোনাম ঃ **পিপিআর/২০০৩ লংঘন করে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (আরটিএম) ব্যবহারের মাধ্যমে ৪৯,৩৯,৯৫৪ টাকার কার্যাদেশ প্রদান।**

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ অফিসের ২০০৬-২০০৭ সালের হিসাব ২০-১১-০৭খ্রিঃ হতে ২৭-১১-০৭খ্রিঃ পর্যন্ত স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে নবসৃষ্ট ৫৪ টি জেলা সদর নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ (১) পুলিশ লাইনের অভ্যন্তরে পাকা শেড নির্মাণ ও (২) পুলিশ লাইনের ৬০০ বঃ ফুঃ ফাষ্ট কোয়ার্টার ৮ ইউনিট (৫০০ বঃ ফুঃ এর পরিবর্তে ৬৪০ বঃ ফুঃ) নির্মাণ কাজের প্রাক্কলন, সিএস, কার্যাদেশ পর্যালোচনা করা হয়।
- পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য ২ (দুই) টি কাজে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (আরটিএম) ব্যবহারের মাধ্যমে ৪৯,৩৯,৯৫৪ টাকায় কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-'ড')।
- পিপিআর/২০০৩ এর প্রবিধান -১৭ তে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (আরটিএম) ব্যবহারের শর্ত অনুযায়ী বিশেষায়িত প্রকৃতির কাজে সময় ও ব্যয় সংকোচনের জন্য এবং পণ্য ও ভৌত সেবার ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ টাকা এবং কার্যের ক্ষেত্রে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সীমিত দরপত্র পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে।
- কিন্তু এ ক্ষেত্রে পিপিআর/২০০৩ লংঘন করে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি ব্যবহারের শর্তাবলী ভঙ্গ করে আলোচ্য ২ (দুই) টি কাজে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (আরটিএম) ব্যবহার করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- জরুরী হওয়ায় কাজ দু'টি আরটিএম পদ্ধতির মাধ্যমে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে কার্যাদেশের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- দু'টি কাজের প্রাক্কলনই ৯/০৬ মাসে তৈরী করে ১১/২০০৬ মাসে টেন্ডার কার্যসম্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে ২৮-২-২০০৭খ্রিঃ তারিখে দু'টি কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
- এতে কাজটি যে জরুরী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং জবাবটি গ্রহণযোগ্য নয়।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ করে ১-৪-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১৫-৫-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৪-৬-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনু"েদঃ-১৫

শিরোনাম ঃ **ঠিকাদার কর্তৃক নিম্নমানের ডিফরমড বার কাজে ব্যবহার করা সত্ত্বেও ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে মূল্য পরিশোধ করায় ১,১০,৫৫,৩৬৯ টাকা পরিশোধে অনিয়ম।**

বিবরণঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, হবিগঞ্জ অফিসের ২০০৬-২০০৭ সালের হিসাব ২৮-১২-২০০৭খ্রিঃ হতে ৭-১-২০০৮খ্রিঃ সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে হবিগঞ্জ নার্স ইনষ্টিটিউটের একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজের বিল ভাউচার, ফরমাল টেন্ডার, সিডিউল, ডি-ফরমড টেষ্ট রিপোর্ট ইত্যাদি যাচাই করা হয়।
- চুক্তিপত্রের ফরমাল টেন্ডার আইটেম/শর্ত নং ৪০ মোতাবেক ২০ মিঃ মিঃ হতে ২২ মিঃ মিঃ Dia deformed বারের মিনিমাম Elongation ২৩% হতে হবে।
- কিন্তু উল্লিখিত কাজে BUET কর্তৃক 20 m.m deformed bar এর Test Report এ উল্লেখ করা হয়েছে deformed bar এর মান যথাযথ নহে।
- ঠিকাদার অপেক্ষাকৃত কম মূল্যমানের ও কম ভারবহন ক্ষমতা সম্পন্ন ডি-ফরমড বার কাজে ব্যবহার করেছেন।
- এতে ভবনের স্থায়ীত্ব/আয়ুষ্কাল ক্ষতিগ্রস্থ হবে। ফলে সরকারের ১,১০,৫৫,৩৬৯ টাকা পরিশোধে অনিয়ম করা হয়েছে (পরিশিষ্ট "ঢ" ১-৩)।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অডিট আপত্তির জবাবে জানানো যাচ্ছে যে, নথিপত্র পর্যালোচনা করে পরবর্তীতে জবাব দেয়া হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব পাওয়া যায়নি। নিম্নমানের ডিফরম বার নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা সত্ত্বেও ঠিকাদারকে ১,১০,৫৫,৩৬৯ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- প্রকল্পের নির্মাণ কাজে কম ভার বহন ক্ষমতা সম্পন্ন ও কম মূল্যমানের ডিফরমড্ বার ব্যবহার করায় ভবনের আয়ুষ্কাল/স্থায়ীত্ব ক্ষতিগ্রস্থ হওয়াসহ সরকারের ১,১০,৫৫,৩৬৯ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৮-৩-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৯-৪-০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৫-৫-২০০৮খ্রিঃ আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মিত পরিশোধের কারণে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ অনিয়মিতভাবে পরিশোধিত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১৬

শিরোনাম **যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই অতিরিক্ত কাজের (এসটি) মূল্য বাবদ ৪১,৯১,৯০০ টাকা পরিশোধে সরকারের আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ভোলা কার্যালয়ের ২০০৬-২০০৭ আর্থিক সালের হিসাব ৩১-৮-২০০৭খ্রিঃ হতে ১০-৯-২০০৭খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় উক্ত বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত বোরহান উদ্দিন থানার জরাজীর্ণ ভবনসহ আলাদা লেট্রিন ও রান্না ঘর নির্মাণ এবং ভোলা থানা-কাম-ব্যারাক ভবনসহ লেট্রিন ও রান্না ঘর নির্মাণ কাজের প্রাক্কলন, সিএস, কার্যাদেশ, বিল ভাউচার, ক্যাশবই সহ যাবতীয় কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়।
- এতে দেখা যায় যে, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ছাড়াই ৪১,৯১,৯০০ টাকার অতিরিক্ত কাজের (এসটি) মূল্য অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয় (পরিশিষ্ট -ণ)।
- কোন অতিরিক্ত কাজের (এসটি) মূল্য দরপত্র মূল্য অপেক্ষা ১৫% এর ঊর্ধ্বে হলেই মূল প্রাক্কলন অনুমোদনকারী কর্মকর্তার অনুমোদন আবশ্যক। এক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব যথাযথ নয়। কারণ কাজ ২টির দরপত্র মূল্য যথাক্রমে ৪৫,২৭,৮১৯ টাকা ও ৪৭,২১,৯৬৮ টাকা মোট ৯২,৪৯,৭৮৭ টাকা এবং এর বিপরীতে বিল পরিশোধ করা হয় ১,৭৪,১৭,৯৪৮ টাকা। উক্ত টাকার মধ্যে মূল কাজের মূল্য বাদে ৮১,৬৮,১৬১ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয় এবং এসটি বাবদ ৩৯,৬৬,২৬১ টাকার অনুমোদন নেয়া হয়। বাকী ৪২,০১,৯০০ টাকার অতিরিক্ত কাজের অনুমোদন নেয়া হয়নি যার শতকরা হার যথাক্রমে দরপত্র মূল্যের ৩২.০৯% ও ৫৮.২০% ভাগ বেশী [পরিশিষ্ট-ণ]।
- উক্ত অনিয়মের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২০-২-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৭-৪-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৪-৬-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মিতভাবে অতিরিক্ত কাজের মূল্য পরিশোধের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

অনু”েছদ নং-১৭

শিরোনাম ঃ দরপত্র আহবান এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন ছাড়াই ৪৭,০৭,৭৫৪ টাকার কার্য সম্পাদন।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, বাগেরহাট কার্যালয়ের ২০০৬-২০০৭ আর্থিক সালের হিসাব ১১-৯-২০০৭খ্রিঃ হতে ১৮-৯-২০০৭খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, মংলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ষ্টেশন নির্মাণ কাজের জন্য প্রাক্কলিত মূল্য ৪৫,৭৫,২০৭ টাকা এবং চুক্তিকৃত মূল্য ৪৩,৪৬,৪৪০.৭০ টাকায় কার্যাদেশ দেয়া হয়।
- উক্ত চুক্তিকৃত কাজের বাইরে সম্পূর্ণ আলাদা ৮০০ বর্গফুট কোয়ার্টারের সীমানা প্রাচীর, রান্না ঘর, পেট্রোল ষ্টোর ঘাটলা ও এইচবিবি রাস্তা নির্মাণের জন্য ৪৭,০৭,৭৫৪ টাকা কাজের দরপত্র আহ্বান, প্রাক্কলন প্রস্তুত এবং উক্ত কাজের পূর্ব অনুমোদন ছাড়াই একই ঠিকাদারের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয় (পরিশিষ্ট 'ত' দ্রষ্টব্য)।
- উক্ত কাজকে অতিরিক্ত কাজ হিসেবে অনুমোদন প্রদান করা হলেও পিপিআর বিধি অনুযায়ী অতিরিক্ত কাজের আওতায় পড়ে না। কারণ অতিরিক্ত কাজ সাধারণতঃ চুক্তিবদ্ধ কাজের পরিমাণ বৃদ্ধিকে বুঝায়।
- আলাদা কাজটি মূল প্রাক্কলিত মূল্যের ১৪৮.৪২% এবং গৃহীত দরপত্রের ১৫৬.২৩% বেশী ছিল।
- সিপিডব্লিউ ডি কোড ৯৫ ধারা অনুযায়ী উক্ত কাজের যথাযথ কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমোদন ছিল না এবং মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের স্মারক নং-সপবি/শাঃ ক্রঃঅঃ/ক্রয়-০৭/২০০৩/১৪৬ তারিখ-২৬-৬-২০০৩খ্রিঃ অনুযায়ী দরপত্র আহব্বানের মাধ্যমে মূল্য যাচাই করা হয়নি ও পিপিআর ২০০৩ এর ১৮(১) বি-ই পর্যন্ত প্রবিধানের পরিপন্থী।
- এমন কী, দরপত্র আহ্বান না করায় সরকার সিডিউল বিক্রি বাবদ রাজস্ব আয় হতেও বঞ্চিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী গণপূর্ত খুলনা জোন খুলনার স্মারক নং-৯৯৯ তারিখ-২৪-৬-২০০৭খ্রিঃ নং-৯৬৪ তারিখ-২২-৬-০৬খ্রিঃ মাধ্যমে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ চুক্তিবদ্ধ কাজের বাইরের কাজকে অতিরিক্ত কাজ হিসাবে গণ্য করে অনুমোদন প্রদানের সুযোগ নেই। বর্তমানে পিপিআর/২০০৩ এর প্রবিধান অনুযায়ী মূল কাজের ১৫% বেশী অতিরিক্ত কাজ অনুমোদনের সুযোগ নেই।
- সরকার কর্তৃক জারীকৃত আর্থিক শৃঙ্খলার বিধিসমূহ লঙ্ঘিত হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১২-৩-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৪-৪-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৪-৬-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে উক্ত টাকা আদায় হওয়া আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ- ১৮

শিরোনাম ঃ মূল প্রাক্কলন বহির্ভূত কাজ নতুনভাবে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে না করে পিপিআর-০৩ এর বিধি উপেক্ষা করে একাধিক বার সম্পূরক দরপত্রে একই ঠিকাদারের মাধ্যমে সম্পাদন করে চুক্তিমূল্য অপেক্ষা ৫৬.৯৫% বেশী অর্থাৎ ১,১১,৩৭,৮৯১ টাকা বেশী পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ঠাকুরগাঁও এর ২০০৫-২০০৬ সালের ২০-১১-০৭খ্রিঃ হতে ২৯-১১-০৭খ্রিঃ পর্যন্ত সময় স্থানীয়ভাবে ইস্যুভিত্তিক হিসাব নিরীক্ষা করা হয়।
- জেলা শিল্পকলা একাডেমী স্থাপন সংস্কার সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বিভাগাধীন ঠাকুরগাঁও জেলা শিল্পকলা একাডেমী ভবন নির্মাণ কাজ প্রাক্কলিত মূল্য ২,১৭,০৯,৯৪৪ টাকার ৫% নিম্নে ২,০৬,২৪,৪৪৭ টাকায় মেসার্স এস এম, আলী এন্টারপ্রাইজকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
- ঠিকাদারকে ৮ম চলতি বিল পর্যন্ত ২,৯৮,৬৮,৩৩৮ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- ৯ম চলতি ও চূড়ান্ত বিল পর্যন্ত ঠিকাদারকে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ দেখান হয় ৩,২২,৪১,২২২ টাকা এবং জুন'০৭ মাসে এইচআর এর মাধ্যমে পরিশোধ করা হয় ১৮,৯৪,০০০ টাকা। কাজের রেকর্ড, এমবি, চূড়ান্ত বিল, এসবি, পিপি/পিসিপি পাওয়া যায়নি (পরিশিষ্ট-'থ')।
- ৮ম চলতি বিল এবং এইচআর পেমেন্ট হতে দেখা যায় জুন'০৭ মাস পর্যন্ত মোট ৩,১৭,৬২,৩৩৮ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।
- ঠিকাদারকে চুক্তিমূল্য অপেক্ষা ১,১১,৩৭,৮৯১ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। কাজে একাধিকবার দরপত্র বহির্ভূত দফা অন্তর্ভুক্ত করে ৫ম বার পর্যন্ত এসটি অনুমোদনের মাধ্যমে ১,১৭,৪৬,১৫৫ টাকার কাজ বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা ভিন্ন দরপত্রে সম্পাদন করা হয়নি।
- তাছাড়া চুক্তিমূল্য অনুযায়ী ৫% নিম্নে সম্পূরক দরপত্রে কাজ সম্পাদন না করে, সমদরে করায় আরও ৫,৮৭,৩০৭.৭৫ টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- পিপিআর-২০০৩ এর পরিশিষ্ট ১৮ অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ চুক্তিমূল্যের সর্বোচ্চ ১৫% বেশী/অতিরিক্ত কাজ অনুমোদন করার ক্ষমতা রাখে। এক্ষেত্রে চুক্তিমূল্যের ৫৬.৯৫% বেশী এসটি করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নথিপত্র পর্যালোচনা পূর্বক পরবর্তীতে বিস্তারিত জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্যঃ

- জবাব এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। ঠিকাদারকে মূল প্রাক্কলন বহির্ভূত কাজ এসটি এর মাধ্যমে সম্পাদন করে চুক্তিমূল্য অপেক্ষা অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ করে ২৩-4-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৫-৫-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২৬-৬-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নাই।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে অতিরিক্ত পরিশোধিত টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং- ১৯

শিরোনাম ঃ পূর্ত কাজের দরপত্রের সাথে ২৬,৩০,০০০.০০ টাকার ৬(ছয়) টি ভুয়া পে-অর্ডার দাখিল করা হলেও ঠিকাদারগণের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, পটুয়াখালী কার্যালয়ের ২০০৬-২০০৭ আর্থিক সালের হিসাব ৩১-৮-২০০৭খ্রিঃ হতে ১১-৯-২০০৭খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে সিডি/বিডি/পে-অর্ডার রেজিষ্টার পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, ভকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার এর ৮০০ বর্গফুট কোয়ার্টার নির্মাণের টেন্ডার নং-টি-২৮ এবং ১০০০ বর্গফুট কোয়ার্টার নির্মাণ কাজের টেন্ডার নং-২৮ (র), হোস্টেল বিল্ডিং নির্মাণ কাজের টেন্ডার নং-২৭ (২০০৬-০৭) এর বিপরীতে দাখিলকৃত টেন্ডারের সাথে ৪জন ঠিকাদার কর্তৃক সিকিউরিটি ডিপোজিট বাবদ ৬টি পে-অর্ডারে মোট ২৬,৩০,০০০.০০ টাকার (বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট-'দ' সংযুক্ত) ব্যাংক পে-অর্ডার দাখিল করা হয়, যা সম্পূর্ণ ভুয়া প্রমাণিত হয়েছে।
- পে-অর্ডারগুলো সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সত্যতা যাচাইয়ে ভুয়া প্রমাণিত হয়েছে।
- ঠিকাদার কর্তৃক বিপুল পরিমাণ টাকার ভুয়া পে-অর্ডার দাখিল করায় বিভাগীয় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বিষয়টি চূড়ান্ত করণের নজির পাওয়া যায়নি।
- জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস এর চতুর্থ অধ্যায়ের ২৬৬ হতে ২৭৮ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের রুলস্ ২২ (১-২), ২৩,২৫ এর পরিপন্থী কাজ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- দরপত্রের সাথে ভুয়া পে–অর্ডার দাখিল করায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিটকে অবহিত করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য ঃ

- নিরীক্ষিত দপ্তর কর্তৃপক্ষের জবাব স্বীকৃতিমূলক। টেন্ডারের সাথে দাখিলকৃত ভুয়া পে-অর্ডার দাখিল করার জন্য জালিয়াতির অভিযোগে বিভাগীয় পর্যায়ে থানায় মামলা দাখিল করার কোন নজির পাওয়া যায়নি।
- উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে তা নিরীক্ষাকে দেখানো হয়নি। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের ঠিকাদারী লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত করতঃ কালো তালিকাভূক্ত করার নজির পাওয়া যায়নি। অধিকন্তু নির্বাহী প্রকৌশলীর এবং বিভাগীয় হিসাব রক্ষকের নিকট মৌখিকভাবে বার বার জাল পে-অর্ডারগুলো ফটোকপি চাওয়া হলে তা নিরীক্ষাকে সরবরাহ করা হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ০১-১২-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৮-১-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ৪-৬-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উক্ত অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করতঃ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনু"েদঃ- ২০

শিরোনাম ঃ অব্যয়িত অর্থের বুকিংকৃত ৪,৪৭,০২,৯৪২ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করে অসমন্বিত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ ফরিদপুর, গণপুর্ত বিভাগ-১, শেরে বাংলা নগর ঢাকা, গণপূর্ত বিভাগ কক্সবাজার, গণপূর্ত বিভাগ মাদারীপুর, গণপূর্ত বিভাগ-১ রাজশাহী, গণপূর্ত বিভাগ পাবনা, গণপূর্ত বিভাগ যশোর, গণপূর্ত বিভাগ জয়পুরহাট কার্যালয়ের ২০০২-২০০৭ সালের হিসাব ৯-৯-২০০৭খ্রিঃ হতে ১৬-১-২০০৮খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষা কালে বরাদ্দ রেজিষ্টার, ডিপোজিট রেজিষ্টার, মাসিক হিসাব ও মেজর ওয়ার্কস রেজিষ্টার পর্যালোচনা করা হয়।
- বাজেট বরাদ্দের তামাদি এড়ানোর লক্ষ্যে বৎসরের শেষে অব্যয়িত অর্থের বুকিংকৃত ৪,৪৭,০২,৯৪২ সরকারি কোষাগারে জমা না করে অসমন্বিত অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে। (পরিশিষ্ট-'ধ')
- জেনারেল ফিনান্সিয়াল রুলস প্যারার ১৫ মোতাবেক বাজেট বরাদ্দ এর অব্যয়িত অর্থ কোন ক্রমেই বৎসর শেষে তামাদি এড়ানোর উদ্দেশ্যে বুকিং রাখা যাবে না।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নথিপত্র যাচাই পূর্বক বুকিংকৃত টাকার বিষয়ে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিটকে অবহিত করা হবে।
- তৎকালীন সময়ে বুকিংখাতে অর্থ জমা রাখার প্রচলন ছিল বিধায় বুকিং খাতে অর্থ জমা রাখা হয়েছে। সরকারি সিদ্ধান্ত পেলে কোষাগারে জমা দেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। অব্যয়িত বুকিংকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যক। কিন্তু তা করা হয়নি। অর্থ বিভাগের নির্দেশ লংঘন করা হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে যথাক্রমে ৩-১-২০০৮খ্রিঃ, ১৫-১-২০০৮খ্রিঃ, ১৯-৩-২০০৮খ্রিঃ, ১৮-৩-২০০৮খ্রিঃ, ১০-৪-২০০৮খ্রিঃ, ৩০-৪-২০০৮খ্রিঃ, ১৯-৩-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তী ১৮-২-২০০৮খ্রিঃ, ২০-২-২০০৮খ্রিঃ,২৯-৪-২০০৮খ্রিঃ, ৮-৫-২০০৮খ্রিঃ, ৮-৬-২০০৮খ্রিঃ ও ৩০-৪-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৭-৩-২০০৮খ্রিঃ, ২২-৫-২০০৮খ্রিঃ, ৪-৬-২০০৮খ্রিঃ ও ২৬-৬-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনু"েদঃ- ২১

শিরোনাম ঃ ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি জমা নিয়ে চুক্তিপত্র সম্পাদনের জন্য পিপিআর/০৩ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়াসহ নির্দিষ্ট সময়ে Performance Sceurity জমাদানে ব্যর্থতার জন্য Tender Security বাজেয়াপ্ত করে সরকারি কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ১৫,২৫,০০০ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, ঝিনাইদহ কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৭ সালের হিসাব ০৩-১২-২০০৭খ্রিঃ হতে ১১-১২-২০০৭খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা করা হয়।
- পরিশিষ্ট "ন" তে বর্ণিত কাজের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, Notification of Awards (NOA) জারী, Performance Sceurity হিসেবে বিলম্বে জমাকৃত ৩(তিন)টি ব্যাংক গ্যারান্টি এবং এতদ্‌সংক্রান্ত রেজিষ্টার, চুক্তিপত্র ও কার্যাদেশ পর্যালোচনা করা হয়।
- এক্ষেত্রে দেখা যায় যে, NOA জারীর নির্দিষ্ট সময়সীমা অর্থাৎ ইস্যুর তারিখ হতে ১৪ দিনের মধ্যে Performance Sceurity জমা দিয়ে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে ব্যর্থতার জন্য দরপত্রের সহিত জমাকৃত Tender Sceurity বাজেয়াপ্ত করে ১৫,২৫,০০০ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা দেয়া হয়নি। এটা নির্বাহী প্রকৌশলীর দায়িত্ব ছিল।
- পিপিআর'২০০৩ এর প্রবিধানমালা ৩৬ অনুযায়ী NOA জারীর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে Performance Sceurity জমা দিয়ে ঠিকাদার ও সংগ্রাহক স্বত্বা চুক্তি সম্পাদন করবেন। অন্যথায় প্রবিধানমালা ২৮ (৫) অনুসারে দরপত্র জামানত (Tender Sceurity) বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- Performance Sceurity এর টাকা জমা দেয়ার পর কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আপত্তির সহিত জবাব সংগতিপূর্ণ নহে। কাজটি চলমান, সম্পাদিত নয়। এক্ষেত্রে বিলম্বে Performance Sceurity জমা গ্রহণ এবং পিপিআর/০৩ এর সংশ্লিষ্ট প্রবিধানমালা অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া প্রসংগে কিছু বলা হয়নি। তাছাড়া, The Procedures for Implementation of the P.P.R-2003 এর Regulation 36 (3) এর শেষ প্যারার নির্দেশনা অনুযায়ী চুক্তিপত্র সম্পাদনের পূর্বে যে ব্যাংকের শাখা হতে ব্যাংক গ্যারান্টি গুলি ইস্যু করা হয়েছিল সত্যতা যাচাইয়ের জন্য সেগুলো সংগ্রাহক সত্ত্বা লিখিতভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে পত্র দিয়ে নিশ্চিত হয়নি। কিন্তু নিরীক্ষায় পরিশিষ্টের ক্রমিক নং-১ ও ২ এ বর্ণিত কাজের বিপরীতে দাখিলকৃত ব্যাংক গ্যারান্টির Authorised Officer এর ম্যানেজার এর স্বাক্ষর ভিন্নতার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের শাখায় উহার সত্যতা যাচাই করে ক্রমিক নং-১-এ বর্ণিত ৪৯,৫৬,১৪০ টাকার ব্যাংক গ্যারান্টি ভুয়া প্রমাণিত হয়, যা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের লিখিত পত্র দ্বারা সমর্থিত। এতে প্রতীয়মান হয় যে, সংগ্রাহক সত্বা সমঝোতার ভিত্তিতে বিলম্বে Performance Sceurity জমা নিয়ে এবং ভুয়া ব্যাংক গ্যারান্টি দাখিলকারীর সহিত চুক্তিপত্র সম্পাদন করা হয়েছে বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয়ে উল্লেখ করে ০১-৪-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ০৬-৫-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৪-৬-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এ অনিয়মের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ এবং দায়ী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

শিরোনাম ঃ এমএস রড ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাক্কলনে প্রদর্শিত পরিমান অপেক্ষা অতিরিক্ত পরিমান ধরে এমবি তে এমএস রডের মেজারমেন্ট নেয়ার ফলে সরকারের ১৭,৬২,০২০ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।

বিবরণ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত বিভাগ, জয়পুরহাট কার্যালয়ের ২০০৪-২০০৫ হতে ২০০৬-২০০৭ পর্যন্ত সময়ের হিসাবের উপর ১০-১২-০৭খ্রিঃ হতে ১৮-১২-০৭খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে আর্থিক নিরীক্ষা করা হয়েছে।
- নিরীক্ষাকালে ২০০৪-২০০৭ অর্থ বৎসরসমূহের ক্যাশ বহি, বিল ভাউচার, এমবি, অনুমোদিত প্রাক্কলন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে।
- এতে দেখা যায় জয়পুরহাট জেলা শিল্পকলা একাডেমী ভবন নির্মাণ কাজের অনুমোদিত প্রাক্কলনে উল্লেখিত এমএস রডের চেয়ে মেজারমেন্ট গ্রহণের সময় তার চেয়ে অতিরিক্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।
- ফলে, ঠিকাদারকে ১৭,৬২,০২০ টাকা বেশী পরিশোধ করা হয়েছে [পরিঃ “প (১-৩)”]।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- প্রাক্কলনে প্রদর্শিত পরিমাণ অনুযায়ী এমবি তে মেজারমেন্ট গ্রহণ করার বিষয়টি যাচাই করে প্রাক্কলনে প্রদর্শিত হারের অধিক এম এস রড ব্যবহারের বিষয়ে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তাৎক্ষণিক জবাব দায়িত্ব এড়ানোর শামিল। কারণ অনুমোদিত প্রাক্কলনের কপি ও এমবিতে রেকর্ডকৃত মেজারমেন্ট যাচাই করা যেত, কিন্তু তা করা হয়নি।
- অনুমোদিত প্রাক্কলন অপেক্ষা মেজারমেন্ট গ্রহণের সময় এমএস রডের পরিমাণ বেশী ধরায় সরকারের ১৭,৬২,০২০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ১৯-৩-২০০৮খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ৩০-৪-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে আধাসরকারি পত্র জারী করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি কোন জবাব মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- প্রাক্কলনে প্রদর্শিত পরিমাণ অপেক্ষা এমবি তে অতিরিক্ত পরিমাণ ধরে এমএস রডের মেজারমেনন্ট গ্রহণ করতঃ বিল পরিশোধ জনিত ক্ষতির অর্থ দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং ঃ ২৩

শিরোনাম ঃ ব্যবসায়ী সমিতি কর্তৃক অনিয়মিতভাবে রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ) মার্কেট নির্মাণ ও বরাদ্দ প্রদান করায় ভাড়া বাবদ বার্ষিক ক্ষতি ৬৪,৬৩,৬০৮ টাকা।

বিবরণ ঃ

- চেয়ারম্যান, রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরডিএ মার্কেট নির্মাণ প্রকল্প কাজে অর্থ ব্যয়ের উপর বিশেষ নিরীক্ষায় প্রকল্পের পিপি, প্রাক্কলন, ডিজাইন, নক্সা, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, বোর্ড মিটিং সিদ্ধান্ত, বরাদ্দ নীতিমালা ও তৎসংশ্লিষ্ট নথি পর্যালোচনা করা হয়।
- পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৮৭ সালে সরকারি অনুদান ১২৮.২৫ লক্ষ টাকাসহ ১৪৫.২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৪৪০টি দোকান সম্বলিত পুনর্বাসিত একটি মার্কেট নির্মাণ করা হয়। উক্ত মার্কেটকে ৪ তলা আধুনিক মার্কেটে রূপান্তর করার লক্ষ্যে ১৪-১২-২০০০খ্রিঃ তারিখের বোর্ড সভায় (৫০,০০০ টাকা ব্যয়ে সয়েলটেষ্ট ও প্রণীত নকশা ও ডিজাইন মোতাবেক) প্রায় ৩২.০০ কোটি টাকার প্রাক্কলনসহ পিপি ECNEC হতে অনুমোদন সাপেক্ষে মার্কেট নির্মাণ ও বরাদ্দ প্রদানের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (কপি সংযুক্ত)।
- নথিপত্র পর্যালোচনায় আরও দেখা যায়, বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে মার্কেট নির্মাণ ও বরাদ্দ প্রদানের দায়িত্ব ৪টি চুক্তি পত্রের মাধ্যমে আরডিএ মার্কেটের ব্যবসায়ী সমিতির উপর ন্যস্ত করা হয়।
- তদানুসারে সমিতি কর্তৃক ৩ তলা ভিত্তি দিয়ে মার্কেট নির্মাণ, নিচ তলা ও দোতলা প্যাসেজসহ পুরাতন ১৩৫টি দোকান ভেঙ্গে সর্বমোট ৬৫৫৪৯.৫৬ বর্গফুট আয়তনের ৪৭৩টি দোকান ঘর তৈরী করা হয়। উল্লেখ্য বোর্ড সভায় ৪ তলা আধুনিক মার্কেট নির্মাণে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছিল ৩২.০০ কোটি টাকা। অথচ মার্কেট সমিতি কর্তৃক একই জায়গায় ৩ তলা ভিত সম্বলিত দোতলা দোকান ঘর নির্মাণের মোট ব্যয় হয়েছে ৪.৪২ কোটি টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট ফ-১)।
- বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে রাউক কর্তৃক দোকান ঘর নির্মাণ না করে রাউকের জায়গায় ব্যবসায়ী সমিতি কর্তৃক মার্কেট নির্মাণ করা হয়েছে।
- সামগ্রিক নির্মাণ কাজে পিপিআর-২০০৩ এর কোন ধারাই অনুসরণ করা হয়নি।
- মার্কেট সমিতি কর্তৃক সকল দোকান বরাদ্দ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে রাউক এর কোন ভূমিকাই ছিল না।
- দোকান বরাদ্দের ক্ষেত্রে মালিক সমিতি কর্তৃক সংগৃহীত জামানত/সেলামীর কোন অংশই রাউককে প্রদান করা হয়নি।
- পুরাতন বাদে নতুন ২৪৯৮০.৬৭ বঃ ফুঃ নির্মাণ কাজে গড়ে সর্বনিম্ন ২১৪২ টাকা বঃ ফুঃ হারে সেলামী নিলে ৫,৩৫,০৮,৫৯৫ টাকা পাওয়া যেত এবং সর্বনিম্ন ২৫ টাকা বঃ ফুঃ হারে ভাড়া নিলে পাওয়া যেত মাসিক ৬,২৪,৫১৭ টাকা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে গড়ে ২.৮৬ টাকা বঃ ফুঃ হারে ৮৫,৮৮৩ টাকা পাওয়া যায়। ফলে মাসিক ৫,৩৮,৬৩৪ টাকা হিসেবে বার্ষিক ক্ষতি হচ্ছে ৬৪,৬৩,৬০৮ টাকা (বিস্তারিত পরিশিষ্ট-ফ-২)।
- নির্মাণ কাজে রাউক অনুমোদিত ড্রইং ডিজাইন এর সাথে সম্পাদিত কাজের কোন মনিটরিং রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- পরবর্তীতে জবাব দেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- আর্থিক ও পূর্ত ব্যয় বিধি লংঘন পূর্বক মার্কেট নির্মাণ ও বরাদ্দ প্রদানের ফলে রাউক তথা সরকারের বিপুল অংকের আর্থিক ক্ষতি।
- উক্ত অনিয়মের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৪-৪-২০০৮খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ৭-৭-২০০৮খ্রিঃ তারিখ ও ১৬-৯-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১-১০-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। কিন্তু জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ৮-৪-২০০৯খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দেয়া হয়।

নিরীক্ষা সুপারিশ ঃ

- অনিয়মের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক ক্ষতিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনু"েদ নং ঃ ২৪

শিরোনাম ঃ রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ) মার্কেট নির্মাণ কাজের প্রাক্কলনে ভ্যাট ও আয়কর অর্ন্তভূক্ত করে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা সত্ত্বেও ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ৩৯,৮৪,০৪৩ টাকা আদায় এবং জমা করা হয়নি।

বিবরণ ঃ

- রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কার্যালয়ের ২০০৩-২০০৫ অর্থ বৎসরের আরডিএ মার্কেট পুনঃ নির্মাণ কাজের ডিজাইন, প্রাক্কলন, চুক্তিপত্র, বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। আরডিএ পুরাতন মার্কেটটি পর্যায়ক্রমে ভেঙ্গে আধুনিক মার্কেটে রূপান্তর করার লক্ষ্যে আরডিএ কর্তৃক পিডব্লিউডি (P.W.D) রেট-সিডিউল অনুযায়ী মার্কেট নির্মাণ কাজের প্রাক্কলন তৈরী করা হয় (পরিশিষ্ট-ব)।
- পর্যালোচনায় দেখা যায় অনুমোদিত ৪,৬৮,৭১,০৯৯ টাকার প্রাক্কলন অনুসারে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলেও নির্ধারিত ৪.৫% হারে ভ্যাট বাবদ ২১,০৯,১৯৯ টাকা এবং ৪% হারে আয়কর বাবদ ১৮,৭৪,৮৪৪ টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করা হয়নি।
- ভ্যাট ও আয়কর বাবদ সরকারি রাজস্ব ৩৯,৮৪,০৪৩ টাকা আদায় পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা না করার কারণ নিরীক্ষাকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- তাৎক্ষণিক জবাবে জানানো হয় যে, "খুব অল্প সময়ের নোটিশে আপত্তিটি পাওয়া গেছে। নথিপত্র দেখে পরবর্তীতে জবাব দেবার কথা জানানো হয়"।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব অন্তবর্তীকালীন ।
- ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ৩৯,৮৪,০৪৩ টাকা আদায় না করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- উক্ত অনিয়মের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১৪-৪-২০০৮খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম হিসেবে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ৭-৭-২০০৮খ্রিঃ তারিখ ও ১৬-৯-২০০৮খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ২১-১০-২০০৮খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারিপত্র জারী করা হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। কিন্তু সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ৮-৪-২০০৯খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দেয়া হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সরকারি বিধি মোতাবেক আয়কর ও ভ্যাট বাবদ আপত্তিকৃত টাকা আদায় ও সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।